যুগান্তর

তারিখ OCT. 2 2000
পৃষ্ঠা - ২০ কলাম ৪

রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যথাসময়ে খোলা অনিশ্চিত

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যথাসময়ে খোলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি ১৩ দিন বাড়ানো হয়েছে। শুক্রবার বিকালে ঢাকার পার্শ্ববর্তী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসের পরিবেশ সহনীয় পর্যায়ে রাখতে গঠন করা হয়েছে অভ্যন্তরীণ কমিটি। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজসহ রাজধানীর অন্যান্য স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর ছুটিও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা চলছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠানের হল-হোস্টেল রয়েছে সেগুলোর ছুটি বাড়ানো হতে পারে। কেএম হাসানের নেতৃত্বাধীন সম্ভাব্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে যাতে ছাত্র আন্দোলন গ উঠতে না পারে কিংবা ছাত্রছাত্রীরা যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারবিরোধী আন্দোলনে যে দিতে না পারে— সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছ বাড়ানোর এই কৌশল নেয়া হচ্ছে বলে জ গেছে। তবে প্রাথমিক এবং মাধ্যা বিদ্যালয়গুলো একান্তই রাজপথের উ পরিস্থিতির কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ব সংশ্লিষ্টরা জানান।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে আগামীকা

অনিশ্চিত : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

অনিশ্চিত : খোলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ছিল। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও রোববার থেকে ক্লাস এবং ১ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকালে সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। এর আগের দিন বুধবার পূর্বাহ্নে সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় বন্ধ ঘোষণা করা হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। একই সঙ্গে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সাংবাদিকদের জানায়, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এবং ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি বাড়ানো হয়েছে।

তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি হলে অবস্থান করে। ঈদুল ফিতরের ছুটিতে আবাসিক শিক্ষার্থীরা ছাড়া অনাবাসিক শিক্ষার্থীরাও ঢাকার বাইরে চলে গেছে। একই অবস্থা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েরও। ওই বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। যাদের প্রায় সবাই অনাবাসিক। রাজধানীতে আত্মীয়-স্বজনের বাসাবাড়ি এবং মেসে থাকে তারা। তাদের বেশিরভাগই ঢাকার বাইরে অবস্থান করছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, ছুটি বাড়ালে অনেকেই ঢাকা আসবে না। সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য ছাত্র আন্দোলনের কিংবা জাতীয় আন্দোলন ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে তারা অংশ নিতে পারবে না। এই কৌশলকে সামনে রেখে সর্বাধিক ছাত্রসমৃদ্ধ এই দুটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বিদায়ী সরকারের হাইকমান্ডের নির্দেশে।

ওদিকে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের জরুরি সভা বসে। সভায় ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সব ক্লাস এবং ৪ নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। সূত্র জানায়, রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক এনামুল হক খান জানান, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা রক্ষায় অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ করা হয়েছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩১ অক্টোবর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা। বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধের চিন্তা-ভাবনা চলছে। তবে অপর একটি সূত্র জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুরের ক্যাম্পাসটি কর্মকর্তা-কর্মচারীবহুল। ছাত্রছাত্রী নেই। এ কারণে শেষ পর্যন্ত এটি বন্ধ নাও হতে পারে। প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানান, ৩১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে। রাজধানীতে অবস্থিত অপর বিশ্ববিদ্যালয় শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটিও বাড়ানো হবে বলে সূত্র জানায়। এ ব্যাপারে আজ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরাজ করছে থমথমে পরিস্থিতি। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, শেরে বাংলাসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা দখলদারিত্ব অটুট রাখতে নজরদারি বাড়িয়েছে; বসিয়েছে প্রহরা। ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য ধরে রাখতে প্রয়োজনমতো অস্ত্রও মজুদ করা হয়েছে বলে সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। ছাত্রলীগ পাঁচ বছর আগে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া হলে যতটা সম্ভব আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে পারে।

রাজধানীর স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ১৪ দল ও বিএনপির রাজপথ দখলের প্রতিযোগিতায় সম্ভাব্য সংঘাতে শিক্ষার্থীরা যাতে কোন ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির শিকার না হয়, সে বিষয়টি সামনে রেখে এসব প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

রাজধানীর সরকারি কলেজগুলোর ছুটি বাড়ছে কি-না, সে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।